নিবেদন

আমাদের গবেষণাকর্মের বিষয়বস্তু 'বিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে গণজীবন।' তার দুটি প্রান্তে দুই বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪–১৯৪৬) মধ্যবর্তীকাল। বিশ শতকের প্রতিনিধি-স্থানীয় গণকবি সংঘের গৌণ ও মুখ্য যাঁরা, তাঁদের কাব্যবস্তু এবং তার প্রয়োগ-শিল্প আমাদের আলোচ্য। সেই অনুসারে আমরা গৌণ ও মুখ্য - এই দুই শীর্ষকে এ পর্বের প্রতিনিধি কবিদের রচনার সাধ্যমতো আলোচনা করেছি। উভয় শীর্ষক থেকে দু'একজন কবির আলোচনা বাদ দিতে হয়েছে। তার কারণও অধ্যায়ের যথাস্থানে দেখিয়েছি।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় গণজীবন ও গণমানসিকতা বিষয়ে সাধারণ আলোচনা। অধ্যায়টি কিছু দীর্ঘ। দেশে শিল্প (industry) সম্ভাবনা, উদ্যোগ ও বিকাশের পথ ধরেই সাধারণ মানুষ গণচেতনায় ক্রমে উদ্‌বোধিত হয়। কেবল কৃষি-উদ্যোগে এই চেতনা স্ফুরিত হবার বড়ো সুযোগ পায় না। পায় না তার প্রমাণ, কেবল কৃষিজীবী আমাদের পুরনো দিনের দেশ। শিল্প-উদ্যোগের সূত্রে এদেশে গণচেতনার অভ্যুদয়, কৃষি-ব্যবস্থা তখন থেকেই একটু একটু করে সে চেতনার সহযোগী। এই আধুনিক জীবন-প্রয়োগের কাল আমাদের দেশে বিংশ শতাব্দ। তবুও গণজীবনের থেকে লোক-জীবনের পার্থক্য কোথায়, এ দু'য়ের মিলই বা কোন্ দিক থেকে, সে আলোচনাও করেছি।

যদিও বিংশ শতাব্দের বাংলা কাব্য (১৯১৪–১৯৪৬) আমাদের আলোচনার বিষয়, তবু মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-ক্ষেত্রে অতি সংক্ষেপে প্রাসঙ্গিক বিষয়টির সংলগ্ন কিছু দিক অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি। গণ-মানসিকতার আধুনিক ভাব সম্পদ, বলা বাহুল্য, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে আশা করা যায় না। তবে সেকালের লোক-মানসিকতার ভিতর এমন কিছু কিছু ইশারা পাওয়া যায়, যা একালের শ্রেণী সচেতনতা এবং সংঘবুদ্ধির স্পর্শ পেলে গণচেতনামুখী হয়ে উঠতে পারত। উনিশ শতকের কাব্যেও গণচেতনা নেই। সেখানে আছে নবজাগ্রত সমাজ ও স্বদেশ চেতনা। এই চেতনা নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিতর দিয়ে গণভিত্তিক সংগঠনের ভাব-প্রেরণা পেলেই গণগানের আগমনী শোনাতে পারত। এ পর্বটিও তাই অতি সংক্ষেপে আলোচনা করেছি।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনায় একটি ছোটো অধ্যায়ও এ গ্রন্থের অন্তর্গত। নাথ গণকবি নন। তবু তাঁর গোটা জীবনের কর্মে ও কবিতায় গণনিষ্ঠ আন্তরিক নিবিড় স্পর্শ মাঝে মাঝেই ফুটে উঠেছে। রথের রশি, কালের যাত্রা, রক্ত কবরী, মু ধারা, রূপক-প্রতীক নাটকের অন্তর্গত হয়েও কবির কাব্য-প্রবণ চিত্ত থেকে যে গণবেদনা উৎসারিত হয়েছিল, তার উল্লেখ না করে পারিনি।

আলোচনার শেষ অধ্যায় বিশ শতকের বাংলা গণকবিতা নিয়ে। গৌণ ও মুখ্য— এই দুটি পর্যায়ে ভাগ করে এ-কালের কবিদের রচনার আলোচনা করেছি। গৌণ পর্যায়ে সেই সব কবিদের ধরেছি যাঁদের কবিতায় আন্তরিক গণদরদ ফুটেছে, অথচ অভিজ্ঞতায় গণজীবনের সংযোগ প্রায় বা একেবারেই নেই। মুখ্য পর্যায়ভুক্ত কবি বলেছি, যাঁরা গণ-কল্যাণের কর্মসূচী নিয়ে একযোগে কর্মী (আংশিকভাবে অথবা পরিপূর্ণভাবে) এবং কবি। অবশ্য সেই মুখ্য কবিদের পর্যায়ে নজরুল ইসলামকে ধরলে কিছু অসুবিধের ব্যাপার থেকে যায়। তবু তাঁকে ধরেছি এ কারণে যে, সজোর আবেগ আর প্রবল প্রাণ শক্তিতে তাঁর কবিতার আবেদন যেন গণজীবনের চৌহদ্দি ছুঁয়ে আছে। তাঁর উচ্চকণ্ঠের কবিভাষা যেন গণমানুষের কানে গিয়ে বাজে। আর তাঁর কবিতার অনেকটাই সব-খোয়ানো মানুষগুলোর মুখ-চাওয়া।

আলোচনা শেষ করে, তবু আমাদের একটি সংশয় যায়নি। সে কথা শেষ অধ্যায়ে বলেছি, আবার বলি। প্রকৃত গণকবি তিনি, আমাদের বিশ্বাস, মজুরের এবং কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন / কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন, / যে আছে মাটির কাছাকাছি,'। কিন্তু এ আলোচনায় যাঁদের মুখ্যস্থানে বসিয়ে আলোচনা করা গেল, তাঁরা কি সেই অর্থে প্রকৃত গণকবি? বীরেন্দ্র, সুভাষ, সুকান্ত, সোমেন প্রভৃতি কবিতো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ-স্তরের বুদ্ধিজীবী মানুষ! তাঁদের কবিতার ভাষা চিন্তা, চেতনার কতটা সর্বহারা শ্রেণীহীন অধিক সংখ্যকের জীবনের যন্ত্রণার মূলধন? এসব কবিতার কতটুকু অভাগা ঐ নিচু তলার মানুষদের নিত্য পাঠ এবং নিয়ত ধারনায় গ্রহণ করার বিষয়, আজও হয়েছে? প্রয়োগমূলক সংযোগের (Communication-এর) সেই ব্যবধান একটু কমলেও এখনো অনেকটাই থেকে গেছে। আজও থেকে গেছে, কিন্তু দিন আসছে, যখন বণ্টন-বৈষম্যের তীব্রতার ভিতর দিয়ে ভয়ংকর আর্থিক নির্যাতনে সমাজের এই সচেতন বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত স্তর ক্রমশ ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে আমূল মিশে যাবে গণজীবনের সঙ্গে। তখন বুদ্ধি চেতনা সংঘশক্তি থাকবে, বিপ্লবের চালু কর্মসূচী জোরদার করে গড়া হবে. আর একটা মুখোমুখি লড়াই-এর ময়দান গজিয়ে উঠবে— যেখানে সংগঠিত গর্জমান গণসৈনিক সুযোগলোভীর শোষণকল চুরমার করে ভাঙবে। সমাজে সচেতন মধ্যবিত্তের অবস্থান, আজ যা দেখেছি, তা আগামী দিনের সেই চূড়ান্ত

ব্বর প্রয়োজনীয় প্রাক্-ভূমিকা। তাই এ কালের গণকবি বলেছি যাঁদের, তাঁরা লে সত্যিকারের গণকণ্ঠ উদ্বারিত ক'রে দেবার নকিব। ধনী, মধ্যবিত্ত, নির্ধন—স্তরের এই চল্‌তি সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে যে কবি ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি সেই দিন হব শান্ত'। আমাদের বিশ্বাস, সেই দিনের প্রতীক্ষায় এমন অধীর কণ্ঠস্বরগুলিই এই ভবিতব্যের নিরীখে এ কালের গণবার্তার যথাসাধ্য পুঁজি, তার বেশি নয়।

বই ছাপাতে হল (*) বাংলা টাইপের সুযোগ পাইনি জলপাইগুড়িতে এ আমার দুর্ভাগ্য। কাজের জন্য দশ কপি মাত্র ছাপিয়ে নিয়েছি, প্রকাশ করিনি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, জলপাইগুড়ির অন্যান্য গ্রন্থাগার থেকে বই ব্যবহারের অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি। স্থানীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের পরামর্শ ও আশীর্বাদ এ কাজের প্রেরণা। সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রণাম করি।

বিনয়াবনত—

বারেন্দ্রনাথ রায়

(*) [illegible]